

THE WRITER WHO NEVER WROTE

Ferdinando Frega - Nando the Scribe



GILLETTE: যে লেখক কখনো লেখেনি

প্রথম যে কথাগুলো আমি বুঝেছিলাম, তার একটা হল, প্রকাশনা ব্যবসা কখনোই বিশুদ্ধ ন্যারেটিভকে অক্ষত থাকতে দেবে না। আজ হোক কাল হোক, টাকা ব্যবস্থাটাকে শিথিয়ে দেবে কীভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা বানাতে হয়।

আজ একজনের মুখোশ খুলে গেছে।
সে কোনো উপন্যাস চুরি করেনি।
সে চুরি করেছে সেই শব্দ, যা উপন্যাসটা বলে।

এক নারী একটা বই প্রকাশ করে। বলে, এটা তার প্রথম প্রেমের উপন্যাস। একটা ভিডিওতে, প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে, সে তার দর্শকদের বলে:
“আমি নিজেই লিখেছি। শুধু সংশোধনে এআই-এর সাহায্য নিয়েছি। ভাবনাটা পুরোপুরি আমার।”

লোকে তাকে বিশ্বাস করে।
হাততালি দেয়।
তারপর আবিষ্কার করে, “সংশোধন” মানে ছিল একেবারে অন্য কিছু।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কমা ঠিক করেনি।
সে বইটা লিখেছে।
নারীটি লিখেছে অনুরোধটা।

আমার নিজের পথ কখনো প্রচারের জন্য তৈরি হয়নি। তৈরি হয়েছিল অনেক কম আকর্ষণীয় একটা কিছুর জন্য: আমি যা বর্ণনা করি, তার পুরো দাম চুকিয়ে দেওয়া।

একটা সত্যিকারের কোম্পানির ভেতরে আঠারো বছর।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে প্রসারিত কোনো ভাবনা নয়, বরং এক বাবার হাতে প্রসারিত একটা জীবন, যিনি আমার আগেই নিজের চল্লিশ বছর বিনিয়োগ করে রেখেছিলেন।

যে লেখে আর যে লিখিয়ে নেয়, তাদের আলাদা করে কী?
প্রযুক্তি নয়।

প্রযুক্তি কেবল একটা হাতিয়ার, 1950-এর দশকের টাইপরাইটারের থেকে আলাদা কিছু নয়। আসল তফাতটা হল, শব্দের পেছনে একটা শরীর আছে কি না।

এমন এক শরীর, যে পেরিয়ে এসেছে শব্দেরা যা বর্ণনা করে।

এমন এক শরীর, যে প্রতিটি বাক্যের দাম দিয়েছে বছর দিয়ে, ভুল দিয়ে, শৃঙ্খলা দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, জয় দিয়ে, আর পরাজয় দিয়ে।

তার বই বিক্রি হয় ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি হিসেবে।

নিশ্চিত সাফল্য।

কারণ প্রচারের সবচেয়ে পুরোনো রূপটা বরাবর একই:

প্রতারণা।

লোকে তা কমই চিনতে পারে।

তারা শ্রেফ তাতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে।

ঠিক সেই কারণেই আমার ন্যারেটিভ বয়ে বেড়ায় অন্য এক স্লোগান:

“এমন এক বিল, যা সময় তুলে ধরে তাদের সামনে, যারা ভেবেছিল পরে মেটালেও চলবে।”

আমি কখনো বিখ্যাত হব না।

কখনো ধনী হব না।

কিন্তু আমাকে ভোলা অসম্ভব হবে।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা